হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

আত্মার আলো

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২২, ২০১৬ ❐ ৮ পৌষ ১৪২৩ ❐ ২১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ ❐ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ❐ ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

দরবার শরীফের জান্নাতুল মাওয়ায় খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান ১২ই রবিউল আউয়াল পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে বয়ান করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন খাজাবাজার দীর্ঘ দিনের ভক্ত-আশেক, পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুসহ আরও আশেক মুরিদান –আত্মার আলো

কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের মহামূল্যবান নছিহত বাণী

তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নফসে আম্মারার সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং তাকে বশ মানাতে চেষ্টা করো, তবেই আল্লাহতায়ালা তোমাদের সফল করবেন।

পীরের খাসলতে খাসলত ধরো, তবেই ত্রাণ ও শান্তি।

প্রত্যেক নিঃশ্বাসেই খেয়াল কলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো, নইলে (পথভ্রষ্ট) হালাক হবার ভয় আছে। জীবনভর ইবাদত করে শেষ নিঃশ্বাসের সময় আল্লাহকে ভুলে মরলে সমস্ত ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে, বেঈমান হয়ে মরবে। তাই আল্লাহর প্রিয় অলি-বান্দাগণ ঈমানের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য, মহান আল্লাহতায়ালার হুজুরে জীবনভর কাঁদছেন। তোমরা ঈমানের সঙ্গে মরার জন্য কয়দিন কেঁদেছো? মাতালের মত বেহুশ হয়ো না, হুঁশিয়ার হও! অমূল্য জীবন স্বপ্নের মত চলিয়া যাইতেছে, ফিরে আর পাবে না।

যদি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চাও, তবে শরিয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুম-আদেশ মেনে চল। তবেই

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করা যায় না

শরিফুল আলম

পৃথিবীতে পথহারা মানুষদের সুপথের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন যাঁরা, সেইসব কালজয়ী মহা সূফী-সাধক আল্লাহর অতি নৈকট্যকারী কামেল পীর-মুর্শিদদের নামে কালে কালে বিরুদ্ধাচারণ হয়ে আসছে এটা নতুন নয়। তবে বিরোধীরা কখনই সফল হতে পারেন নাই। যাঁদেরকে মহান আল্লাহ নিজ জ্ঞান ও গুণের ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করে থাকেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কামান দাগিয়েও কেউই সফল হতে পারেন নাই বরং তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। আর বিরোধীরা বিরোধ করবেই, কিন্তু তারাও এক সময় কামেল পীরের কাছে নত হয়ে বাইয়াত নিয়েছেন, এমন বিস্তর ঘটনাও আমরা জানি। যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যকে আড়াল করে সাময়িক ফায়দা হাতায়। এক সময় তারা নিজেদের বিবেকের কাছে ধরা খেয়ে, কামেল পীরের আছে ছুটে যান ঈমান রক্ষার মন্ত্র নিতে। এ প্রসঙ্গেই প্রত্যক্ষ একটি

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

মোরাকাবা কোরআন-হাদিসে নির্ভুল প্রমাণিত

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

শামসুল আরেফিন কিতাবে বর্ণিত আছে– 'ওয়াযে রাহে, কে চুপ ইসমে আল্লাহ জাত কে তাছাবুরে ও কালেমায়ে তৈয়ব কি তারতিব কে মোয়াফেকে আক বন্দ করে মোরাকাবা করতা হে। আউর ইসমে জাত কে তাছাবুর কি তলোয়ার হাত মে লিতা হে। তু আপনি উমর বহর কে সগিরা আউর কবিরা গুনাহু আউর নফছে আউর শায়তান কো কতল কারদি না, আউর তামাম রুহে জামিনকে খান্নাছ কারতুম আউর তামাম খাতারাত কো কতল করদিতা হে।'

(হাদিস) 'আত্তাফাক্বারু শা আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতিছ্ ছাকালাইন্।

'এক ঘড়ি কা তাফাক্কার হার দু জাহান কি ইবাদত ছে বড় কারহে চুঁকে আল হযরত (সোয়াদ-লাম-আইন-মিম) হামেশা মোরাকাবা।' হুজুর আউর তাফাক্কুর তামাম মে রাহা কারতেথে। ইসলিয়ে ইস আয়াত

ইন্নাল হাসানাতি ইউজ হিবনাছ্ সাইয়াত।

অর্থাৎ, প্রকাশ থাকে যে, যখন চোখ বন্ধ করে আল্লাহর জাতিনাম এবং কলেমায়ে তৈয়্যেবার যথারীতি মোরাকাবা করে এবং আল্লাহর জাতিনামের তলোয়ার হাতে নেয়, তখন নিজের সমস্ত জীবনের সগিরা ও কবিরা গুনাহসমূহকে, নফছকে এবং শয়তানকে বলি দিয়ে থাকে। এমন কি সমস্ত জমিনের খান্নাছ এবং তার চাতুরীকে ধ্বংস করে দেয়।

হাদিস শরীফে আছে– 'আত্তাফাক্বারু শা আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতিছ্ ছাকালাইন্।'

অর্থাৎ, এক ঘন্টা মোরাকাবা করা দুইজাহানের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। রাসুল (সঃ) সবসময় মোরাকাবা ও আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

আল্লাহপাক এই আয়াতে বলেছেন– 'ইন্নাল হাসানাতি ইউজ হিবনাছ ছাইয়াত।'

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই নেক-আমল বদ-আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এই ধ্বংস মানুষের সৃষ্টি দেহ ও আত্মার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

মহান আল্লাহতায়ালার মনোনীত ইসলাম ও দয়াল নবীর সত্য তরিকতে সূফীবাদের দাওয়াত নিয়ে

খাজাবাবা কুতুববাগীর ভারত সফর

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সত্য তরিকতের বাণী প্রচারের লক্ষ্যে এ জামানার মোজাদ্দেদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান কয়েকজন আশেক মুরিদ সঙ্গে নিয়ে ভারতের বেশ কয়েকটি জেলায় সফর করেন। সফর থেকে ফিরে ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ২য় পর্ব আত্মার আলো'র এ সংখ্যায় লিখেছেন–

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোজ শুক্রবার রাতে মাহফিল ছিলো। কেবলাজান সেখানে উপস্থিত হতে পারেন নাই, সফরসঙ্গীরা সে মাহফিলে অংশ নিলাম। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে প্রতিটি মাহফিলই শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হচ্ছে এবং এ সব মাহফিলে অসংখ্য মানুষের সমাগম দেখে বারবার অবাক হচ্ছিলাম! যদিও ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির এসব অঞ্চলে মুসলমানের বসবাস আছে বেশ, তবুও বাংলাদেশ থেকে ভারতের মাটিতে গিয়ে দয়াল নবীজির সত্য তরিকার বাণী ও সূফীবাদের দাওয়াত দেওয়া এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সকল মানুষের অংশগ্রহণ দেখে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরানা আদায় করছি। মাহফিলের মঞ্চে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ অনেক মসজিদের ইমামরাও ছিলেন এবং তাঁরাও সূফীবাদের দীক্ষার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

কুতুববাগ দরবার শরীফে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) পালিত

মাওলানা জাকির হোসেন আজাদী

পবিত্র মিলাদুন্নবী সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন– 'কুল বি ফাদলিল্লাহি আবিরাহমাতিহী ফা-বিজালিকা ফাল ইয়াফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন।' অর্থাৎ, বলুন, হে রাসুল (সঃ) এটা আল্লাহর দান ও দয়া, সুতারাং এতে তাদের খুশি হওয়া উচিত। তারা যা জমা করেছে তার চেয়ে এটা অধিক উত্তম। (সুরা : ইউনুস, আয়াত ৫৮)

গত ১৩ ডিসেম্বর রোজ মঙ্গলবার কুতুববাগ দরবার শরীফে অত্যান্ত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) বহু ভক্ত-আশেক-

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

দরবার শরীফের ১০তলার জান্নাতুল মাওয়ায় খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর পবিত্র ১২ই রবিউল আউয়াল উপলক্ষে মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে মোনাজাত করেন। মোনাজাতে অংশ নেন খাজাবাজার আশেক-মুরিদ পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জুসহ আরও ভক্ত-মুরিদান –আত্মার আলো

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ
–আল হাদিস

আমার আলো

স ম্পা দ কী য় ক লা ম

আমাদের অন্তরে এখন এক অপরিসীম ভালোবাসার স্মৃতিবিজড়িত ইতিহাস। পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই সুগভীর ভালোবাসার মহান স্মৃতি। বিশ্বমানবের মুক্তির দূত দোজাহানের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে এমনই এক রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে ধরাধামে মানব সভ্যতার জন্য রহমতস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক ৬৩ বছর পর একই মাসের একই তারিখে আল্লাহতায়ালার পরম বন্ধু রাহমাতাল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পৃথিবী থেকে পর্দা করেন। নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরাধামে আগমন ও প্রস্থানের এই ঐতিহাসিক দিনটি মুসলিম জাহানে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। কুতুববাগ দরবার শরীফসহ বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি উদযাপিত হয়েছে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে। কোরআন-হাদিস-ইজমা-কিয়াসের আলোকে আলোচিত হয়েছে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর তাৎপর্য। দরুদ-মিলাদ-কিয়াম পাঠ করে আমরা সালাম জানিয়েছি রাহমাতল্লিল আল-আমীনের রুহপাকের উদ্দেশে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, যে প্রিয় নবীকে সৃষ্টি করা না হলে দুনিয়ার কোনো কিছুরই সৃষ্টি হতো না, আল্লাহপাক স্বয়ং যাঁর মহব্বতে ফেরেশতাদের নিয়ে তাঁর সম্মানে তাযিমের সাথে দরুদ-সালাম পেশ করছেন, কিয়াম করছেন, সেই মহামানবের সম্মানে দাঁড়িয়ে মিলাদ কিয়াম করাকে এক শ্রেণির আলেম নামধারী কট্টর শরীয়তপন্থী লোক 'বিদাত' বলে অপবাদ দেন। আল্লাহ তাদের শুভবুদ্ধির উদয় করুন। আমিন। তাদের দৃষ্টিতে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে নয়।

নাউজুবিল্লাহ। তারা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করতে রাজি নয়। রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর জন্মদিনকে তারা উৎসব মনে করেন না!

আমরা তাদের এই গোমরাহি আচরণ নিয়ে যত আফসোসই করি না কেন, তাদের বোধোদয় হবে না। কারণ তারা শুধু শরিয়ত পালন করে, তাদের চর্মচক্ষু আছে অন্তরের চক্ষু নাই। তারা শরীয়ত বোঝে, মারেফত বোঝে না, বুঝতেও চায় না। সে কারণেই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য যে মানবপ্রেমে, সেই প্রেম তাদের অন্তরে নেই। তাদের কালবের ধ্যান মোরাকাবা নেই, তারা সাধনতত্ত্ব জানে না। তারা ধর্মে ধর্মে মানুষে মানুষে শ্রেণি-বর্ণে বিভাজন করে, সংঘাত করে। নবী করীম (সঃ)এর আদর্শ থেকে অনেক দূরে।

ইসলামের যে প্রকৃত সৌন্দর্য মানবপ্রেম আর মানবসেবা, সেই মানবসেবা আর প্রেম দিয়েই আউলিয়া কেরামগণ ইসলামের পতাকা তুলেছেন দেশে দেশে। হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন কামেলপীর-আউলিয়াদের মানবিক মমত্ববোধে মুগ্ধ হয়ে। সূফীবাদেই মানবপ্রেমের সৌন্দর্য আজও দৃশ্যমান। আমাদের কামেল মুর্শিদ যুগের হাদী আধ্যাত্মিক মহাসাধক খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান সেই মানবপ্রেমের বাণী সুফিবাদের দীক্ষা দিয়ে চলেছেন দেশে-বিদেশে

অবশ্য এই বিভাজন শুরু কারবালা প্রান্তর থেকেই। যারা আওলাদে রাসুলদের সপরিবারে হত্যা করেছিল ফোরাত নদীর তীরে, তারা মুসলমানই ছিলেন। রাসুল (সঃ) এর এক ভক্ত সাহাবী মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদসহ তাদের সবার মাথায় ছিল বড় পাগড়ি, জুব্বা। শুধু ছিল না রাসুলের জন্য কোন শ্রদ্ধাবোধ, তাঁর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের জন্য ছিলে না, সামান্য ভলোবাসা। ফলে নবীনন্দন হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর ঘাতকদের মতো তথাকথিত মুসলমানদের নৃশংসতা সারা দুনিয়াকে কাঁদালেও, কাঁদেনি তাদের অন্তর। এখনো কাঁদে না ইয়াজিদি অনুসারীদের তথা মারেফত বিরোধীদের অন্তর। তারা মহররম মাসের ১০ তারিখে কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ইয়াজিদের দুঃশাসনের নৃশংসতা হিসেবে দেখে না। আফসোস! আমাদের আজো এই ইয়াজিদের অনুসারীদের বাধা-প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে চলতে হয়। এখনও তারা আওলাদে রাসুল বা তাদের অনুসারী কামেলঅলি-আউলিয়াদের বিধি-বিধান মানতে নারাজ। মনগড়া ফতোয়া দিয়ে কামেলপীর-ফকিরদের মাজার শরীফ জিয়ারতের বিরুদ্ধেও ফতোয়া দেয়।

শান্তির ধর্ম ইসলামের যে প্রকৃত সৌন্দর্য মানবপ্রেম আর মানবসেবা, সেই মানবসেবা আর প্রেম দিয়েই আউলিয়া কেরামগণ ইসলামের পতাকা তুলেছেন দেশে দেশে। হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন কামেলপীর-আউলিয়াদের মানবিক মমত্ববোধে মুগ্ধ হয়ে। সূফীবাদেই মানবপ্রেমের সৌন্দর্য আজও দৃশ্যমান। আমাদের কামেল মুর্শিদ যুগের হাদী আধ্যাত্মিক মহাসাধক খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান সেই মানবপ্রেমের বাণী সুফিবাদের দীক্ষা দিয়ে চলেছেন দেশে-বিদেশে। প্রতি বছর কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় মানুষের ঢল নামে রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর সত্য তরিকার প্রতি গভীর প্রেমের টানে।

আসছে ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজতেমায় শামিল হতে খাজাবাবা সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তামাম জাহানের জামে আম্বিয়া ও জামে আউলিয়াদের আত্মার এ পবিত্র মহামিলনে শামিল হয়ে অশেষ নিয়ামত ও রহমত হাসিল করার তৌফিক দান করেন।

মোরাকাবা কোরআন-হাদিসে নির্ভুল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং নেক-আমলের জন্য দেহ এবং আত্মার মাধ্যমে (দুইকে এক করে) ইবাদত করা প্রয়োজন।

ইন্না ফি খালকিছ সামা ওয়াতি (আল আখের), তফছিরে রুহোল মায়ানিতে লেখা আছে– 'আলআবদু মোরাকাবুন মিনান নাফছিল বাতিনা ওয়াল্লাজিনা জ্বাহিরু ওয়াফিল আউয়্যালি ইশারাতু ইলা উবুদিয়া আস-সানি ওয়াফিছ্-ছানি ইশারাতু ইলা উবুদিহিল আউয়্যালি লি আন্না তাফাক্কুরা ইন্নামা ইয়াকুনু বিল ক্বালবি ওয়ার রুহি।'

অর্থাৎ, আত্মা ও ভৌতিক শরীরের মাধ্যমে মানুষ তৈরি। ঐ আয়াতের প্রথম অংশ 'আল্লাজিনা ইয়াজকুরুনাল্লাহা' দ্বারা শরীরের ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এবং শেষ অংশ 'ওয়া ইয়াতা ফাক্কারুনা ফি খালকিছ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি' দ্বারা আত্মার ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু তাফাক্কোর করা শরীর দিয়ে হয় না, অন্তর দিয়েই হয়ে থাকে। তাই নফল ইবাদতের মধ্যে মোরাকাবা উত্তম।

হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'আন আবি হুরাইরাতা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সলল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিকরাতু সা আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতি সিত্তিনা সানাহ্।'

অর্থাৎ, আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– 'রাসুল (সঃ) বলেছেন, ৬০ বছর নফল ইবাদতের চেয়ে এক ঘন্টা মোরাকাবা করা উত্তম। মোরাকাবা উত্তম হওয়ার দুইটি কারণ রয়েছে, যেমন তাফছিরে রুহোল বয়ানে সূরা আল ইমরানে আছে– 'ইয়া তাফাক্কারুনা ফি খালকিছ সামা ওয়াতি ওয়াল আরদি (আল আখের)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে– 'ওয়াফিল ফাছিলি ওয়া জাহানি আহাদু হুমা ইন্নাত তাফাক্কারা ইউ সদাকু ইলাল্লাহি তায়ালা ওয়াল-ইবাদাতু তু সালাকু ইলা সাওয়া বিল্লাহি ওয়াল্লাজি সালাকু ইলাল্লা হি খাইরুম মিম্মা ইউ সালাকু ইলা গাইরিল্লাহি ওয়াস সানি আন তাফাক্কারা আমালুল ক্বালবি ওয়াতুয়া আতি আমালুল জাওয়ারিহি ওয়াল ক্বালবু আশরাফু মিনাল জাওয়ারিহি ওয়া ফাকানা আমালুল ক্বালবি আশরাফু মিন আমালিল জাওয়ারিহি।'

অর্থাৎ, নফল ইবাদতের মধ্যে মোরাকাবা শ্রেষ্ঠ হওয়ার দুটি কারণ এই যে, মোরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহ

তায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়। দৈহিক ইবাদতের মাধ্যমে শুধু আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ লাভ হয়। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে আত্মা উত্তম। সুতরাং আত্মার কাজ মোরাকাবা করা। মোরাকাবা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

হাদিস শরীফে আছে এবং তফছীরে খোলাছায় ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে– 'আয়াত ওয়া আহাদিস যাকার আউর যাকের কি মদহি ওয়া সানামে শাহিদে জাহের আউর দলিলে মুসলিম মে মাগার যিকের দাওয়াম বিদুনে ফকর মহকিন হী নেহী আউর ফকর মুনতাহা মে যিকির হে মোজাহার মে বাই হাকিসে মরবিয়ে হে। লা ইবাদাতু কা ইতাফাক্কার, ফকর কারলিয়েকে মিছাল কুই ইবাদত নেহী যিকিরকা আ'জা আউর দিলপর আসর হে আউর লিকার আহা তোয়া আকায়েদ ও রুহ পর হে। যিকির ছে গাফলত দূর হোতি হে ফকর ছে হাস্তি মিট যাতি হে, ইছলিয়ে হযরত সুফিয়ানে মরাকিয়াত কু যিকির ও মশগুল পর ফাউকিয়াত দিয়াহে, যিকিরছে আল্লাহ ইয়াদ আতাহে ফকরছে আপনি খুদি জু-বানায়ি ফাসাদ হে বহুল যাতাহে।

অর্থাৎ, জিকিরকারীর প্রশংসা কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে ঠিক। কিন্তু তাফাক্কোর (১) বা মোরাকাবা ছাড়া জিকিরে দাওয়াম অর্থাৎ দিন-রাত্রি সবসময় আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ রাখা সম্ভব হয় না। মোরাকাবা হলো জিকিরের শেষ দরজা। ওই তফছীরে খোলাছায়ে মাজহারী থেকে বায়হাকী বর্ণিত হাদিসে লেখা আছে, নফল ইবাদতের মধ্যে তাফাক্কোর বা মোরাকাবার মত আর কোন প্রকার ইবাদত নেই। জিকিরের ক্রিয়া শরীর ও দিলের উপর পতিত হয়। মোরাকাবার ক্রিয়া ধর্ম বিশ্বাস ও আত্মাকে মজবুত করে। জিকিরের মাধ্যমে গাফিলতি দূর হয় এবং মোরাকাবা স্বীয় অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়। এই কারণে সূফীগণ মোরাকাবাকে ইন্দ্রিয় গঠিত ইবাদতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। জিকিরের মাধ্যমে খোদাকে স্মরণ করা হয় বটে, কিন্তু মোরাকাবা নিজ নশ্বর-সত্ত্বা বা অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়।

উপরের বর্ণনার মূলে বুঝা যাচ্ছে যে, যত প্রকার নফল ইবাদতই হোক না কেন, বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে মোরাকাবা সম্পন্ন করলে তা সকল প্রকার নফল ইবাদত থেকে অনেক গুণে উত্তম।

টীকা ঃ (১) চিন্তা করা অর্থাৎ মোরাকাবা করা।

সত্যকে মিথ্যা দিয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনা বলি– গত ২২ নভেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার জামারপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের শুভাগমন উপলক্ষে, স্থানীয় আশেকান-জাকেরান ভাইয়েরা আয়োজন করেছিলেন 'জাকের ইজতেমা ও দোয়ার মাহফিল' আয়োজকদের মধ্যে এ নিবন্ধকারও একজন। মাদ্রসা প্রাঙ্গণে সূফীবাদের মাহফিল করবো এ কথা প্রচার হবার পরপরই, এলাকার ওহাবী-খারেজীপন্থি হাফেজ-কারী মোল্লা-মৌলভীসহ আরো কয়েকজন জোট হয়ে মাহফিলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে দিলো। গয়রহ সকল পীর-মুর্শিদের নামে শুক্রবার জুমা নামাজের দিন মসজিদে মসজিদে মিথ্যা গীবত করলো। শুধু এ করেই ক্ষান্ত হয় নাই তারা লিফলেট ছাপিয়ে সেগুলো মানুষের হাতে হাতে বিলি করলো। এরপর এলাকার চেয়ারম্যান ও দেওয়ানগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের কাছেও গিয়েছিলো যাতে তারা এ মাহফিলের অনুমতি প্রদান না করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা এসব চক্রান্তকারীদের সফল হতে না দিয়ে, তাঁর অলি-বন্ধুর সম্মান আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিলেন। সেদিন আমাদের প্রচারের তুলনায় তাদের মিথ্যা প্রচারের কারণেই বহুগুণে বেশি মানুষ সমবেত হয়েছিল। কারণ, মানুষের মধ্যে এ কৌতুহল জন্মেছিল যে, যাঁর নামে দিকভ্রান্তরা অপপ্রচার করলো সেই মানুষকে এক নজর দেখার জন্য এবং তাঁর বয়ান-বক্তব্য শোনার জন্য। কেবলাজানকে দেখে এবং তাঁর পবিত্র জবানে মহান আল্লাহর বাণী ও রাসুল (সঃ) এর সত্য তরিকতের পথে কেন আসতে হবে এবং ইহকাল ও পরকালের জন্য এ পথের সফলতা কী? সে সব বিষয়ের ওপর মূল্যবান আলোচনা শুনে সবার মধ্যেই একটা সত্য আবহ আর প্রশান্তি বিরাজ করছিল। হাজার হাজার নারী-পুরুষ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের হাতে বাইয়াত নিয়েছেন। সবচেয়ে অবাক বিষয় ছিল, সেদিন অপপ্রচারকারীদের অনেকেই খাজাবাবার কাছে তওবা করে বাইয়াত নিয়েছেন। দেওয়ানগঞ্জ পৌরসভার প্যানেল মেয়র মিসেস সেলিনা আকতার পর্দার মাধ্যমে কেবলাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন– 'চক্রান্তকারীদের কয়েকজন আমাকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে বলেছিল– 'আপনি মাহফিলে যাবেন না, পীরের কাছে যাওয়ার দরকার নাই, পীরের কাছে কেন যাবেন?' আমি তাদের কথায় কান না দিয়ে মাহফিলে এসেছি এবং কুতুববাগী হুজুরের সাক্ষাৎ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। আল্লাহর এই অলি-বন্ধু আমার কাছে এক পরম পিতার মতো।' মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব আবুল কালাম আজাদ সাহেব ওইসব ইয়াজিদ বংশীয়দের চক্রান্তের কথা তুলে ধরে বলেন– 'চিরকাল সত্যের জয় হয়ে আসছে। আমরা বুজুর্গ মানুষের কাছে যাবো, তাঁদের দেখানো পথে চলার চেষ্টা করবো। নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করবো আর মিথ্যাকে বর্জন করবো। খাজাবাবা কুতুববাগী সত্যিই একজন কামেল মানুষ, তাঁকে দেখলে এ কথা অস্বীকার করা ভুল হবে।' মাহফিলে আখেরী মোনাজাতে কেবলাজান সকলের জন্য দোয়া করেন। চক্রান্তকারীদের জন্যও দোয়া করেন যাতে তারাও সুপথের সন্ধানলাভ করতে পারেন।

নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করবো আর মিথ্যাকে বর্জন করবো। খাজাবাবা কুতুববাগী সত্যিই একজন কামেল মানুষ, তাঁকে দেখলে এ কথা অস্বীকার করা ভুল হবে

লেখক : ব্যবসায়ী ও খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মারেফতের জ্ঞান লাভ করা তোমাদের জন্য সহজ হবে।

যারা আমার শিষ্যত্ব বা বাইয়াত গ্রহণ করবে, তারা চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না, অন্যের গীবত করবে না, জিনা-ব্যাভিচার করবে না, অপরের হক নষ্ট করবে না, এসব থেকে বিরত থাকলেই কামেলে ইনসান হতে পারবে।

পরম আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার যোগসূত্র করা প্রতিটি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য এবং সে বিদ্যাই সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়ালার দর্শনলাভ করা যায়।

কামেল পীরের 'তাওয়াজ্জুহ্' বলে মুরিদের মুর্দা দিল জিন্দা হয়ে, প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। মুর্দা দিল জিন্দা হলে ওই দিলে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)এর খাস মহব্বতের ফয়েজ ওয়ারেদ (বর্ষিত) হইতে থাকে। কেবল তখনই মানুষ হুজুরি দিলে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হয়।

শুধু মুখে আল্লাহর নাম আর অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা এমন নামাজে কোনো ফল নাই। তাই রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'নামাজই নয় হুজুরি দিল ব্যতীত' সুতরাং নামাজ পড়বার সময় চিন্তা বা খেয়াল সর্বদিক হইতে ফিরাইয়া নিজের কলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো। যতক্ষণ খেয়াল কলবে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহতায়ালাকে মনে থাকবে। যখনই খেয়াল কলব থেকে বের হয়ে যাবে, তখনই আল্লাহকে ভুলে যাবে। নামাজের সময় যদি

মুখে আল্লাহর নাম আর অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা এমন নামাজে কোনো ফল নাই। তাই রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, 'নামাজই নয় হুজুরি দিল ব্যতীত' সুতরাং নামাজ পড়বার সময় চিন্তা বা খেয়াল সর্বদিক হইতে ফিরাইয়া নিজের কলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো। যতক্ষণ খেয়াল কলবে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহতায়ালাকে মনে থাকবে। যখনই খেয়াল কলব থেকে বের হয়ে যাবে, তখনই আল্লাহকে ভুলে যাবে

আল্লাহকেই মনে না থাকে, তবে কাকে সিজদা করছো? তা চিন্তা করে দেখো। আল্লাহর হুজুরে তোমরা অল্প সময়ের জন্যই দাঁড়িয়ে থাকো। সুতরাং এ সামান্য সময়ের জন্য মন ও মুখ এক করে আল্লাহতায়ালাকে সিজদা করো।

রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর মহব্বতই প্রকৃত ঈমান। রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ঈমানও ততটুকু।

যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)এর মুহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করতে চাও, তবে কামেল পীরের সাহচার্য সন্ধান করো।

কলব আল্লাহতায়ালার ভেদের মহাসমুদ্র এবং এ কলবের মধ্যেই আল্লাহতায়ালার নিদর্শনসমূহ লাভ করা যায়। যেমন ক্ষুদ্র একটি বটের বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর একটি বটগাছ। তেমনি আল্লাহতায়ালা মানব দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু নফসের কু-খায়েশের কারণে মানব দেহের অন্তরাত্মা ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহতায়ালার ভেদের নিদর্শনসমূহ অনুধাবন করতে হলে, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে, কলবকে আয়নার মত স্বচ্ছ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারবে, ততক্ষণ তোমার আত্মা অতৃপ্ত থাকবে এবং যখন তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে, তখন তোমার অন্তর এক অনাবিল শান্তির অধিকারী হবে।

যখন তুমি তোমার ময়লা দিলকে পীরে কামেলের পবিত্র দিলের সঙ্গে মিশাতে পারবে, সে মুহূর্তে তোমার অন্ধকার দিল আল্লাহর নূরে আলোকিত হবে।

মুর্শিদে কামেলের পথই প্রকৃত সত্যের পথ এবং গজব থেকে বাঁচার উপায়।

আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও লোক নিন্দা সহ্য করতে হয়।

খাজাবাবা কুতুববাগীর ভারত সফর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের মাঝে তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। এমন সময় কেবলাজান ফোনকলে বললেন– 'শাখাওয়াত বাবা, মাহফিল শেষ করে তাড়াতাড়ি লজে এসো ১৮ তারিখ ধুপগুড়ি সদরে একটি মাহফিল হবে।' কেবলাজানের জবানে এ কথা শুনে যেমন আনন্দিত হলাম তেমনই অবাক হলাম এই ভেবে যে, শুনেছি ওখানকার হিন্দুরা নাকি কট্টর! তাছাড়া একদিনের মধ্যে মাহফিলের আয়োজনই বা কেমন করে হবে? যা-হোক, মাহফিল শেষ করে এসে দেখি, শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত কেবলাজানের কাছে। তাঁরা বলেছেন– বাবাজান, আপনাকে আমাদের ওখানে নিতে পারলে আমাদের জীবন ধন্য হবে। আপনার সত্য বাণীর আলোয় আমরা আলোকিত হবার বাসনা রাখি, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন। কেবলাজান তাঁদেরকে সম্মতি দিয়ে বললেন, ঠিক আছে আপনারা মাহফিলের আনজাম করেন আর সঙ্গে আমার এই জাকেরদেরকেও রাখেন, তারাও আপনাদের সহযোগিতা করতে পারবে। এই বলে আমাদের কার কি দায়িত্ব বণ্টন করে দিলেন, কবি নাসির আহমেদ ভাইজানসহ স্থানীয় একজন শিক্ষক জনাব বদিয়ার সাহেব ও আমাকে হুকুম দিলেন– 'আপনারা থানায় গিয়ে মাহফিলের অনুমতি নিয়ে আসেন।' আমরা গভীর রাতে থানায় উপস্থিত হলাম। আল্লাহর কামেল অলীর কি কেরামতি! দেখি ওসি সাহেব থানাতেই আছেন, আমরা কেবলাজানের আগমন ও মাহফিলের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অনুমতি দিলেন।

ধুপগুড়ি সদরের সুবিশাল কমিউনিটি সেন্টার কানায় কানায় ভরে গেল নানা ধর্মের মানুষের ভিড়ে। সেখানে অনুষ্ঠিত হলো 'ধর্মসভা', আস্তে আস্তে মানুষের ভিড় বাড়তে লাগলো আশপাশের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েও শুনছে মাহফিল ও ধর্মসভার আলোচনা। আল্লাহর মনোনীত ইসলাম ও রাসুল (সঃ) এর সত্য তরিকার মর্মকথা এবং সূফীবাদের ছায়াতলেই যে শান্তির নীড়, সে কথা তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় নাই। এমন নিবিড় লোকসমাগম দেখে আমরা সত্যিই আশ্চর্য্য হলাম! কেবলাজান আল্লাহর দরবারে সবার জন্য খাস দোয়া করলেন। মোনাজাত শেষে কেবলাজানকে দেখে মানুষজন বলাবলি করছিলেন– 'এত 'দেবতা' আমাদের মাঝে মানুষরূপে এসেছেন! মাহফিলের আয়োজক কমিটির ভাইজানেরা বাবাজানের কাছে সবিনয় আবেদন জানালেন, প্রতি বছর ধুপগুড়িতে পবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা করার। আশেপাশের অনেক জেলার মানুষ সবিনয়ে আবেদন করেছেন তাদের এলাকায় একটা মাহফিল করার। কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য বাবাজান সে সব স্থানে যেতে পারেন নাই। কেবলাজান বলেছেন– 'ভাগ্যে থাকলে যাওয়া হবে।' ধুপগুড়ির আলতা গ্রামে 'কুতুববাগ খানকা শরীফ' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে আল্লাহর দরবারে তাঁর বাণী মোবারক এবং রাসুলুল্লাহর (সঃ)এর সূফীবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য দোয়া করলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার) মাহফিল হলো উত্তর দিনাজপুর জেলায়। পূর্বেই নির্ধারিত কেবলাজান সেখানে তাসরিফ নিবেন, কিন্তু আমরা জানি না যে, কে বা কারা আয়োজন করবেন? নিজের মধ্যে চিন্তা হচ্ছে কেমন করে হবে ওখানের মাহফিল! আমরা গিয়ে পৌঁছালাম অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের ভিড় জমে গেল, কেবলাজানকে একনজর দেখা এবং এখানে তাঁর আগমনের কথা শোনার পর, সঙ্গে সঙ্গে মাহফিলের আয়োজন করতে নেমে গেলেন মানুষজন। মহল্লায় মহল্লায় মাইকিং করে কেবলাজানের আগমন উপলক্ষে মাহফিল ও ধর্মসভার কথা ঘোষণা দিলেন। এরই মধ্যে স্থানীয় এক ডেকোরেটর মালিক জনাব বাপ্পী ভাইজান এসে বললেন– বাবাজান, ডেকোরেটরের যা কিছু লাগে আমি সব ব্যবস্থা করবো। আপনি আমাদের মাঝে এসেছেন এতেই আমরা ধন্য, আর এজন্য আমি সামান্য কিছু করতে পারলে নিজেকে অতি ভাগ্যবান

মনে করবো। এরই এক ফাঁকে এলাকার একজন নামকরা মাওলানা ও স্বনামধন্য 'নাতে রাসুল' রচয়িতা ও 'নাতে রাসুলের শিল্পী' জনাব মাওলানা সাহেদ সাহেব, কেবলাজানের সঙ্গে সাক্ষাতে আসলেন এবং এসে প্রথমেই আমাদের সফরসঙ্গী শরিফুল আলম ভাইজান ও আমাকে সামনে পেয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং আমাদের সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। আমরা আমাদের সাধ্যমত বললাম, কিন্তু মনে হলো তিনি এতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। এরপর আমাদের হাতে কেবলাজানের ছবি মোবারক দেখে তিনি বিস্মিত আর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ তাকিয়ে থেকে থেকে শুধু বললেন– 'এত নূর! সোবাহানআল্লাহ! সাধারণ মানুষের এ নূর থাকার কথা নয়, তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর খাস-বান্দা-অলী। আমার হৃদয় তাঁর এ নূরকে চিনতে পেরেছে। তিনি হচ্ছেন লাইট আর আমি হলাম পোকা। পোকা যেমন লাইট দেখলে ছুটে আসে আমিও তেমনই তাঁর কাছে ছুটে যেতে চাই। আমাকে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। আমি বাইয়াত গ্রহণ করবো। কেবলাজানের কদমে গিয়ে বললেন– 'বাবা, আমাকে আপনার নগন্য খাদেম হিসেবে কবুল করেন'।

২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, স্থানীয় কয়েকজন মিলে উত্তর দিনাজপুর শহরের ইসলামপুর নামক স্থানের এক বিশাল ময়দানে দ্বিতীয় মাহফিলের আয়োজন করলেন। সেখানেও সমবেত হলো হাজার হাজার মানুষ এদের মধ্যে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধা শিশু-কিশোর কেউ যেন বাদ নাই। দেখতে দেখতে মাহফিলের কার্যক্রম শুরু হলে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে মানুষের ঢল। কেবলাজানের সুললিত মধুর কণ্ঠ মোবারকে সত্য তরিকার বাণী শুনে তাদের মধ্যে যে, দীর্ঘদিনের অজানা কুসংস্কার, কু-শিক্ষা, গোড়ামীর মনোভাব ছিলো তা মুহূর্তেই যেন ুছে ফেলে রাসুলুল্লাহর সত্য তরিকায় শামিল হয়েছেন। আখেরী মোনাজাতের পর এলাকার লোকজন বাবাজানের কাছে সবিনয় আবেদন করলেন, ইসলামপুরে একটা খানকা শরীফ নির্মাণ করতে চায় তারা এবং বাবাজান যেন সে খানকার নাম ও ভিত্তি স্থাপন করে যান। বাবাজান, আশেকের মনের জ্বালা নিবারণ করতে তাদের ইচ্ছার গুরুত্ব দিয়ে, 'কুতুববাগ খানকা শরীফ' নামকরণ করে ভিত্তি স্থাপন করে দিলেন। এরপর মাহফিল ছিল বেলকোবা নামক স্থানে এখানকার লোকজনের আতিথিয়তা দেখে অবিভূত হলাম!

২৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার মাহফিল ছিল কুচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে। সেখানেও হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষের ঢল দেখে নিজের ভিতরে একটা অনুশোচনা কাজ করতে ছিলো যে, আমরা বাংলাদেশে এত এত মাহফিল করি। কিন্তু এত মানুষের সমাগম তো দেখি না, তবে কোথাও কোথাও যে এর ভিন্নতা নাই তা কিন্তু না। মাহফিলে মহিলাদের জন্য পর্দার ভিতরে আলাদা ব্যবস্থা করা হল। ওই দেশের নিয়ম ধর্মীয়সহ যে কোন অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের বসার স্থান একসঙ্গে কিন্তু খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান সে নিয়মের ভীত ভেঙে মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা চালু করে দিলেন এবং পুরুষের জন্যও পর্দার নসিহত দিলেন। সত্যিই আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো এতে ওই এলাকার মানুষের মধ্যে কোর রকম বিরোধী মনোভাব দেখতে পেলাম না। তারাও সানন্দে গ্রহণ করেছেন এ নিয়মকে। আমরা যখন গোসাইর হাটে প্রথম মাহফিলে গিয়েছিলাম সেদিন আমরা উঠেছিলাম আফতার উদ্দীন ভাইজানের বাড়িতে, তিনিও কেবলাজানের আশেক। ওই সময়ে তার মেয়ে ছিলেন গর্ভবতী এবং সে ধুপগুড়ির এক হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তবুও আফতার ভাইজান কেবলাজানের সঙ্গেই ছিলেন এক মুহূর্তের জন্যও কেবলাজানের থেকে আলাদা হন নাই। দুদিন পর ফোন এলো তার মেয়েকে গুরুতর অবস্থায় জলপাইগুড়ি জেলার একটি হসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আখতার ভাইজান তার পরিবারকে ফোনে বলে দিলেন– 'আমার মুর্শিদ কেবলাজানকে রেখে আসতে পারবো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস খাজাবাবা কুতুববাগীর উছিলায় আমার মেয়ের সুস্থসবল সন্তান হবে ইনশাআল্লাহ।' পরদিন আফতার ভাইজান কেবলাজানকে বলে হাসপাতালে গেলেন, কারণ সন্তান ডেলিভারীর সময় হয়ে এসেছে। আল্লাহপাকের কি অশেষ মেহেরবানী তিনি হাসপাতালে পৌঁছা মাত্র বিনা অপারেশনে সন্তান ভূমিষ্ট হল। অথচ আগে থেকেই ডাক্তার বলেছিল অপারেশন ছাড়া সন্তান ডেলিভারী করানো সম্ভব না।

কেবলাজানের সফরসঙ্গী মাওলানা গোলাম আম্বিয়া, মাওলানা কুতুবুল আজিজ, মোঃ আকবর, মোঃ অরূপ, মোঃ এহসান আহমেদ এবং মোঃ নাজির হোসেন ভাইজান এবং এ নিবন্ধকার। এ সফরে ভারতের মাটিতে অগনিত মানুষের মাঝে সূফীবাদের আলো ছড়িয়ে, দীর্ঘ কালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতির পট পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশে ফিরে আসার সময় কেবলাজান শুধু এটুকুই বললেন– 'এই আত্মাগুলো আমার সঙ্গে লউহে মাহ্ফুজে ছিল, তাইতো এদেরকে এতো আপন, এতো কাছের মনে হয়। এদের ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।' লক্ষ্য করলাম কেবলাজানের মন যেন কেমন হয়ে গেল, জাকের ভাইদের কান্নাকাটি দেখে কেবলাজান বললেন– 'আবার দেখা হবে এখানে নয়তো কবরে, মিজানে, হাশরের পুলসিরাতে। আমরা আলমে আরওয়ায় একত্রে ছিলাম, এখানে এসেও দেখা হল। আবার একত্র হব হাশরে।'

লেখক : সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (ফিন্যান্স), আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

কুতুববাগ দরবার শরীফে পবিত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জাকেরদের উপস্থিতিতে পালিত হয়। রাসুল (সঃ)এর শানে মিলাদ-কিয়ামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দরবার শরীফের মোজাদ্দেদিয়া মিশনের আলেমগণ রাসুল (সঃ)এর পবিত্র জীবনবৃত্তান্ত ও জন্মোৎসবের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও আলোচনায় অংশ নেন। সবশেষে কতুববাগ দরবার শরীফের পীর ও মুর্শিদ খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ)এর গুরুত্ব-মহত্ত ও রাসুল (সঃ)এর জীবনাদর্শের ওপর দিক-নিদের্শনামূলক আলোচনা করেন। তিনি বলেন– 'হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল মক্কার কুরাইশ বংশে মা আমেনার পবিত্র কোল আলোকিত করে আবির্ভূত হন। তাঁর আগমন না হলে পৃথিবীই সৃষ্টি হত না। সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) হলো সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ বা আনন্দ। তাঁর আগমনে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। কাফের মুশরিকগণ ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে সিরিয়ার প্রাসাদগুলো খসে পড়ে, অগ্নি পূজারীদের আগুন নিভে যায়। কেননা, রাসুল (সঃ) এসেছিলেন বিশ্বজাহানের রহমত স্বরূপ। বাল্যকালেই তিনি আল আমিন, আস সাদিক উপাধিলাভ করেন। তাঁর যশ-খ্যাতি সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত পাওয়ার পর তাওহিদের দাওয়াত দেয়ার কারণে, নিজ কওমের মানুষের হাতে তিনি নির্যাতিত হন। অবশেষে মহান আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে তিনি একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়। সবশেষে মক্কা বিজয় হয় এবং তাঁর মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহতায়ালা ইসলামকে পূর্ণতা দিয়ে কোরআনে সর্বশেষ আয়াত অবতীর্ণ করেন। যেখানে বলা হয়েছে– 'আজকের দিনে আমি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গতা দান করলাম'। এরপর ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল তিনি পর্দা করেন। এই মিলাদুন্নবী (সঃ)এর দিনে আমার সকল ভক্ত-মুরিদ ও আশেকান-জাকেরানসহ সকলেদের প্রতি নির্দেশ রইলো, আপনারা আমৃত্যু রাসুল (সঃ)এর আদর্শের পথে নিজের জীবনকে পরিচালিত করবেন। সবশেষে দোয়া-মোনাজাত ও তাবারক বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

লেখক : সাংবাদিক ও খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

নাগাল থেকে দূরে নয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিজের আত্মাকে বিলীন করে, সর্বাঙ্গিণ পবিত্র চিত্তে আল্লাহর মহা নিয়ামত লাভ করেছেন। তাঁরা বিপথগামীদের জন্য হেদায়েতের দায়িত্ব নিয়ে আসেন এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে সমাজ থেকে কেবল ধর্মীয় গোড়ামী আর অপ-সংস্কৃতিই নয়, মানুষের ভিতরের সব রকম কু-প্রভাব মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে আসছেন। আর যারা এ মহা সত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের আত্মপরিচয় ভুলে বিপথে চলেছেন, মহান আল্লাহতায়ালা তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের এই সত্যপথে আহ্বানের অমিয় বাণী 'সূফীবাদই শান্তির পথ' প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রকৃত সুন্দর জীবনাদর্শের অন্তরায় হিসেবে দান করছেন। বর্তমান বিশ্বে ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ নিয়ে নানা রকম মত বিরোধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। ধর্ম-শৃংখলার নামে গায়ের জোরে অন্যায়ভাবে নি:শ্ব করে ছাড়ছে, কিন্তু ইসলাম এমন কাজে কখনো সমর্থন করে না। আর যা-ই এ ধরনের কাজ কখনো আল্লাহকে খুশি করানোর জন্য হতে পারে না।

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের প্রেমময় মহব্বতের ছায়াতলে যারা আছি, তারা জানি কেবলাজানের ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি ও আদর্শের কথা। কোনদিন কেবলাজানের মধ্যে কোনপ্রকার হিংসা-লোভ-লালসা দেখি নাই। কখনো কারো সম্পর্কে নিন্দা বা পরচর্চা শুনি নাই। সেই বাল্যকাল থেকেই তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন মানুষের সেবায়। আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)এর নির্দেশিত পথেরই একজন সুযোগ্য আহ্বায়ক অর্থাৎ, বিশ্বায়নের এ যুগে তিনিই মানুষের ঈমান ও সম্পদ ধ্বংসের পথ থেকে শান্তি ও কল্যাণের পথে আহ্বান করছেন। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলঅজান বলেন– 'সূফীবাদী দর্শনের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সাক্ষাৎ লাভের একমাত্র সহজ ও সুন্দর উপায়।' খুব অনুতাপ লাগে যখন বিদ্বেসীরা বিরূপ করে বলেন, ইসলাম ধর্মে সূফীবাদ বলে কিছু নাই!' অথচ সৃষ্টির মূল নূরে মুহাম্মদী (সঃ) নিজেই ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবাধার সূফীবাদের ধারক ও বাহক। সূফীবাদের এই গুপ্ত ততুজ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে সিনার মাধ্যমে বিস্তার হয়ে আসছে। আর তাই ইমামপুত্র হযরত জয়নাল আবেদীনের সিনার সঙ্গে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) নিজের সিনা মোবারক লাগিয়ে সেই গুপ্ত এলম বা জ্ঞান দান করে গেছেন। ইবনে খালদুন রচিত 'বিখ্যাত ইতিহাস' গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন– 'প্রাচীনকালীন মুসলমানরা ও তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে নবীজি (সঃ)এর সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, আশরায়ে মোবাশ্বিরিন তথা আহলে বাইয়াতের অর্ন্তভূক্তরা সূফী মতবাদকে সত্য আর কল্যাণকর মুক্তির পথ বলে বিশ্বাস করেন। ত্যাগ ও ধৈর্য্য স্বীকার করে নির্জনে আল্লাহর আরাধনায় নিয়োজিত থাকাই হলো এ মতবাদের মূল নীতি। যে নীতি বোধের আদর্শ ও কর্মধারাই 'সূফীবাদ' নামে পরিচিত। সাহাবাগণ ও প্রথম যুগের মুসলমানরা এ নীতি সমর্থন করতেন।'

তাহলে এ কথা সহজ জ্ঞানেই বোঝা যায়, এ নীতিরই ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকবে কাল-কিয়ামত পর্যন্ত। কারণ একটি গাছের মূল শিকড়ের পতন হলে যেমন, সে গাছ বাঁচে না, তেমনই ইসলামের মূল শিকড়ের জ্ঞান হলো আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ, মহান আল্লাহ এবং সৃষ্টি তত্বের যা কিছু গোপন এর সবই সূফীবাদের মধ্যে নিহিত। যারা সূফীবাদের এ আত্ম-দর্শনের বিরোধিতা করেন, প্রকৃত অর্থে তারা ইসলাম ধর্মকেই অস্বীকার করছেন। নিশ্চয়ই তাদের নীতি ও নৈতিকতার স্খলন ঘটেছে। অথচ তারা সেটা বুঝতেও পারছেন না! অন্তরে আল্লাহ এবং রাসুল (সঃ)এর প্রেমাঙ্কিত আলো না থাকলে দিনের সূর্যকেও অন্ধকার দেখবে তারা। তাতে সে অক্সফোর্ড লাইব্রেরির সকল জ্ঞান হজম করলেও লাভ হবে না। সূফীবাদের শিক্ষার আলোই চিরসত্য আলো, যে আলোর পথের যাত্রীরা অন্তরে আলো সন্ধান করেন এবং তারা সেই আলোর সন্ধান পেয়ে থাকেন।

ইন্টারনেট এর এই যুগে আমরা আধুনিকতার দোহাই দিয়ে ভালো-মন্দ, আপন-পর ভুলে যাচ্ছি! দেখেও দেখি না! বুঝেও বুঝতে চেষ্টা করি না। কিছুটা বিশ্বাস থাকলেও মনের ভিতর অবিশ্বাসের ঘোড়া এদিক সেদিক ছুঁটতে থাকে, তখন দুর্বল বিশ্বাস পরি মরি করে দূরে যায়। তাই দিলের মুখে স্মরণ করে বলি, বুঝতে হলে খুঁজতে হয়, খুঁজতে গেলে ডুবতে হয়, ডুবলে ডুবে যেতে হবে মন পিঞ্জিরায়, সে পিঞ্জিরার বন্ধ দুয়ার নাগাল থেকে দূরে নয়, যে স্থানে রয়েছেন এক আল্লাহতায়ালা জ্যোর্তিময়। প্রিয়পাঠক সত্যি বলছি, অগনিত আশেকান ও জাকেরান ভাই-বোনদের মাথার তাজ, চোখের মণি, হৃদয়ের ধন, সুপথের দিশারী কামেল মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগীর দেখা না পেতাম যদি, এ অতি নগন্য লেখকের জীবন সত্যিই অর্থহীন হয়ে যেতো।

খাজাবাবা কুতুববাগী এক আধ্যাত্মিক মহাগুরু

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মরমীবাদ, সূফীতত্বসহ অন্যান্য ভক্তিবাদে বিশ্বাস করে না, তারাও আজ অনেকেই কেবলাজানের ভালোবাসার নৌকায় সহযাত্রী হয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনেও সূফীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যেমন নদী ও সমুদ্র পথে যাতায়াতের সময় চালক বা মাঝিমাল্লারা-সহ যাত্রী সাধারণেরাও তাদের নিজ নিজ পীর-মুর্শিদের নামটি অতি আদবের সঙ্গে স্মরণ করে যাত্রা শুরু করেন। শুধু তা-ই নয়, শহরে-বন্দরে দেখা যায় বিভিন্ন যানবাহনের গায়ে পীর-আউলিয়াদের নাম লেখা থাকে। আবার লৌকিক ধারায় দেখা যায় বিভিন্ন মুর্শিদী-মারেফতী, গাজীকালু-চম্পাবতীসহ হৃদয়কাড়া অসংখ্য মরমী কাব্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে পীর-মুর্শিদকে কেন্দ্র করেই। এভাবেই বাংলার মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক জীবনের নানা ক্ষেত্রে সূফীবাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রয়েছে।

ইসলামী বিধি-বিধান পরিপূর্ণরূপে পালন করার মাধ্যমে অন্তরে মহাসত্যের যে উপলব্ধি উন্মোচিত হয়, তা থেকেই অর্জন হয় অনাদি অনন্তের সত্যজ্ঞান। অন্য কথায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান হলো মারেফত। মারেফতই হলো আসল বা খাঁটি মূলধন। আল্লাহর জাত (সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলি) সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়াই মারেফত। তাসাউফের পরিভাষায় মারেফত হলো- আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানা, আল্লাহর জ্ঞানের জগতে সন্তরণ করা; আল্লাহর নূরের জ্যোতিতে সৃষ্টিকে দর্শন করা। তাই আত্মজ্ঞান ও সত্য জ্ঞানই হলো মারেফত। মারেফত হলো তাসাউফের চূড়ান্ত লক্ষ্য; মানব জীবনের পরম অবস্থা। এই ধরনের চির সত্য শিক্ষাসমূহ দিয়ে থাকেন আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। মানুষের কলবে যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা না থাকত, তাহলে মানুষ নিশ্চয়ই মালাকুতের আসমানকে দেখতে পেত। এ কথার মর্মার্থ এই যে, মানুষের কলব বা অন্তর হল এমন এক পাত্র, যা কেবল আল্লাহর মারেফতের জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া এবং আল্লাহর পরিচয় জানা-শোনার জন্য সৃষ্টি। আর শয়তানের কাজ হল সেই অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট করে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকা। এই শয়তানকে চিরতরে উচ্ছেদ করার মাধ্যমেই সত্যিকার জ্ঞান-মারেফাত অর্জন করা সম্ভব। মানুষের নফস হল শয়তানের আখড়া যেখানে কামনা-বাসনা হল শয়তানের খোরাক। যতক্ষণ এ খোরাক সেখানে থাকবে শয়তানও সেখানে আঠার মতো লেগে থাকবে। কিন্তু মুমিন বান্দা যখন একজন সত্য গুরুর আশ্রয় নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ইবাদতে রত হয়, তখন শয়তান পালাতে থাকে। রমজান মাসে আমাদের উচিত শয়তানের কলাকৌশল ও কারসাজি চিহ্নিত করে সেখানে ইবাদতের কামান দাগানো। কিন্তু মুখে বললেই সব পানির মতো সহজ হয়ে যায় না। গুরুদীক্ষা ব্যতিত শক্তিশালী শয়তানের সঙ্গে মোকাবিলা করা কোন মতেই সম্ভব নয়। যদি সেখানে নাফসানি চিন্তা-ভাবনা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ধান্ধাবাজি স্থান করে, তাহলে এ পাত্র হয়ে পড়বে আঁধার ও অজ্ঞতায় ঢাকা। এমন পাত্রে ঐশী জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর মারেফাত স্থান পেতে পারে না। যদি এ রুহানি সত্তা বা কলব অন্ধকার ও অজ্ঞতামুক্ত হয়, তাহলে সেখানে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও মারেফাত জায়গা করে নেবে এবং মানুষ তখন দুনিয়া ও আখেরাতের রহস্যাবলী অবলোকন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহতায়ালা একমাত্র মানুষকেই জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতা দান করেছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। অন্যদের মাঝে যা আছে সবই তাদের প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য এর বাহিরে তাদের যাওয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু মানুষ আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধি বা খলিফা হওয়ার কারণে, তাকে এই মহাসম্পদ ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে। মানুষ আসলে রুহানি সত্তা। যে মাটির অবয়ব নিয়ে দুনিয়ায় এসেছি কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জনের জন্য, এ মাটির দেহ নিয়ে এ দুনিয়াতেই নিজের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে। যাতে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া রুহের বিকাশ অর্জন করে পরিপূর্ণ রুহানি মানুষ হতে পারি। তবে তা কোন মতেই সম্ভব নয়; যদি না আমরা কোন কামেল গুরুর চরণে উপস্থিত হতে না পারি। তাই সৎ সাহসের সঙ্গে বলছি সূফীবাদের একজন সত্যগুরু বা পীর-মুর্শিদ যে কোন মানুষের পুরো জীবনকে পাল্টে দিতে পারেন তাঁর ঐশী তাওয়াজ্জহর শক্তি দিয়ে, এ ক্ষেত্রে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

লেখক : সাংবাদিক ও খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

নাগাল থেকে দূরে নয় পিঞ্জিরার দুয়ার

সেহাঙ্গল বিপ্লব

বিশ্বকবি লিখেছেন– '...দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু'। আমরা যতটুকু দেখি কিংবা এক জীবনে দেখতে পাই, এর বাইরে অদেখা আর অচেনার পরিমাণ কী বা কত? সাধারণ মানুষের জ্ঞানে তা ধারণারও বাইরে। বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী স্যার আইনস্টাইন বলেছেন– 'জ্ঞান হলো সমুদ্র, আর আমি একটি বালুকণা কুঁড়িয়েছি মাত্র।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থে নিজেকে বিলীন করে স্রষ্টার প্রতি কাতর চিত্তে লিখেছেন– 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার পরে'। তিনি এত বড় কবি সর্বজন শ্রদ্ধার পাত্র হবার পরেও তাঁর ভিতর থেকে বিনয়কে পালাতে দেননি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আল্লাহর প্রতি নিগুঢ় ভালোবাসা স্থাপন করে মানুষের জন্য এক রকম আক্ষেপ মিসৃত কণ্ঠে লিখেছেন– 'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান?' আবার 'তাওহীদেরই মুর্শিদ আমার মুহাম্মদের নাম'। এদের মতো জ্ঞানী-গুণীদের উক্তিতে বোঝা যায় গড-প্রভু-আল্লাহ, যে যেভাবেই স্মরণ করি না কেন, সবার অন্তর বিকশিত করার জন্য এক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। বৈসয়িক জ্ঞান আর ভোগ-বিলাসীতার কারণে প্রায় মানুষেরই চোখে পর্দা পড়ে যায়। তখন অনেক কিছুই না দেখার ভান করে এরিয়ে থাকে। অথচ আমরা সাধারণ মানুষ সঠিক নিয়মে কতইবা ধর্ম-কর্ম করতে পারি? আর কতখানিই বা করি? জানিই বা কী? জানার তো শেষ থাকে না। তবু আমাদের হামভরা ভাবের কমতি নাই! আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার সাধনাকে অবহেলার চোখে দেখে। তাদের পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান গরিমায় দৃষ্টি যেন টগবগ করে। এক দল মানুষ আছেন, তার স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষের জন্যই একজন কামেল গুরুর সান্নিধ্যে বাইয়াত নিতে হবে। কিন্তু তারা নিজেরা কামেল গুরুর কাছে আসেন না! সংসারের যাবতীয় শরিয়তি কাজ ফেলে শুধু ঘুরে ঘুরে নামাজের দাওয়াত দেন আর মসজিদে ঘুমান। যা অন্যকে বলি কিংবা নিষেধ করি, তা নিজে পালন করি না, এই হলো চরিত্র! এ সব লোকের জন্যই সাধারণ ভালো মানুষ অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে গোমরাহীর পথে হারিয়ে যাচ্ছে।

> "জ্ঞানী-গুণীদের উক্তিতে বোঝা যায় গড-প্রভু-আল্লাহ, যে যেভাবেই স্মরণ করি না কেন, সবার অন্তর বিকশিত করার জন্য এক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। বৈসয়িক জ্ঞান আর ভোগ-বিলাসীতার কারণে প্রায় মানুষেরই চোখে পর্দা পড়ে যায়"

আল্লাহর জ্ঞান ও রহস্যের সন্ধানে গিয়ে যুগে যুগে মানুষ কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভের মধ্য দিয়ে সফলকাম হয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ মহান আল্লাহর নির্বাচিত হয়ে, মানুষের অন্ধকার কলবের ঘরে আলো জ্বালাতে আলোর মশাল নিয়ে এসেছেন। তাঁদের কর্ম ও আদর্শের আলোয় পৃথিবীর নানা প্রান্তরে অগনিত মানুষ হাঁটছেন আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)এর সত্য পথে। আমরা চারপাশে তাকালে এর অসংখ্য প্রমাণ দেখতে পাই। যাঁরা স্বর্গীয় আত্মার সঙ্গে শামিল হয়ে

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

খাজাবাবা কুতুববাগী এক আধ্যাত্মিক মহাগুরু

এইচ মোবারক

মানব জীবনে সূফী-সাধকদের প্রয়োজনীয়তা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অবশ্যই সূফী-সাধকগণ গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সূফী-সাধকগণ অসাধারণ জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও মানবপ্রেমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে হেদায়েতের পথ দেখিয়ে থাকেন। বর্তমানে যে ক'জন সূফী-সাধক ইসলাম ও সূফীবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, তাদের মধ্যে আমার পীরকেবলাজান খাজাবাবা কুতুববাগী অন্যতম এক মহাগুরু। মুর্শিদকেবলা সূফীবাদের আধ্যাত্মিক তত্বজ্ঞানের দ্বারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনে এনেদিয়েছেন লক্ষণীয় পরিবর্তন। ইসলামের মহা-সত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান করছেন প্রেম ও শান্তিময় বাণীর মাধ্যমে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সূফী মতবাদ উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করছে। মানব প্রেম তথা মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং সৃষ্টির প্রতি প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করাই সূফীবাদের মূল আদর্শ। কুতুববাগী কেবলাজানের উত্তম আদর্শময় জীবন এবং সূফীবাদের প্রেমময় মধুর বাণী প্রচার করে দেশ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। সৃষ্টিকে ভুলে স্রষ্টার প্রতি প্রেমাসক্তি অর্জন করাই সূফীবাদের এক অর্থ। সূফীবাদের এমন প্রেমাদর্শ দ্বারা সকলের মধ্যে মহব্বত ও রহমতের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন খাজাবাবা কুতুববাগী পীরকেবলাজান। যারা লৌকিক

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহ্‌মানু ইয়া রাহীম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

নেসবতে শাহ্ মাতুয়াইলী

সূফীবাদই শান্তির পথ –খাজাবাবা কুতুববাগী

কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বাজাকের ইজতেমা

আগামী ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ২০১৭ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

১৩ ও ১৪ মাঘ ১৪২৩ ২৭ ও ২৮ রবিউসসানি ১৪৩৮।

স্থান : আনোয়ারা উদ্যান, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

তামাম জাহানের জামে আউলিয়া, জামে আম্বিয়াদের রুহানী উপস্থিতিতে দেশ-বিদেশের লাখ-লাখ আশেক-আশেকিন-জাকের-জাকেরিন, ভক্ত-মুরিদানসহ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ আল্লাহপ্রেমীদের মহাপবিত্র এ মিলনমেলায় বিশ্ববাসীর শান্তি ও সার্বিক কল্যাণ কামনায় শুক্রবার বাদজুমা আখেরী মোনাজাত করবেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান।

শুক্রবার বেলা ১২টা ১৫ মিনিট থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে মহামূল্যবান নসিহত-বাণী পেশ করবেন খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী পীর কেবলাজান।

দু'দিনব্যাপী এ মহতী ওরছ-মাহফিলে কোরআন-হাদিস ও ইজমা-কিয়াসের আলোকে অতি মূল্যবান তাফসির বয়ান করবেন দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত আলেম ও ওলামায়ে কেরামগণ।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মার মুক্তির এ অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে দোজাহানের অশেষ ফয়েজ, বরকত, রহমত ও নিয়ামত হাসিল করুন।

দ্রষ্টব্য : ওরছ শরীফে মা-বোনদের পর্দার সঙ্গে ওয়াজ শোনা ও নারী-পুরুষ সকলের জন্য বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

প্রচারে : মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা আয়োজক কমিটি

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের বাণী

- কম খাবেন, কম ঘুমাবেন, কম কথা বলবেন।
- অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করুন।
- যাদের পিতা-মাতা বেঁচে আছেন, তাদেরকে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করবেন আর যাদের পিতা-মাতা কবর বাড়িতে চলে গেছেন, তারা তাদের পিতা-মাতার রুহের মাগফেরাতের জন্য ইসালে ছওয়াব বা জিয়াফত করবেন এবং নফল ইবাদত করে তাদের আত্মার ওপর বকশিস করবেন।
- বড়দের শ্রদ্ধা করবেন। ছোটদের স্নেহ করবেন। ভুখা মানুষকে খানা খাওয়াবেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিবেন। অসুস্থ মানুষ পাইলে চিকিৎসা দিবেন। এইসব সেবা মহান যা আল্লাহতায়ালা নিজে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহতায়ালার কাছে অতি পছন্দনীয়।
- আদব, ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়, সভ্য-শালিনতার ভিতর চলতে চেষ্টা করবেন, এতে আল্লাহতায়ালা অতি খুশি হবেন।
- শিক্ষার্থী যারা তারা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা করবেন, শিক্ষক যারা তারাও শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের ছেলে-মেয়ের মত স্নেহ করবেন।

বিশেষ বার্তা

প্রতি বৃহস্পতিবার কুতুববাগ দরবার শরীফে সাপ্তাহিক দোয়ার মাহফিল পালন করা হয়। বাদ মাগরিব থেকে আরম্ভ হওয়া এই মাহফিল রাত ১০টার দিকে ৩য় তলায় কেবলাজান হুজুর মানবজাতির উদ্দেশে নসিহত-বাণী, জাকের মুরিদদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষা ও দোয়া করেন। যারা দরবারে রহমত পালন করতে চান তাদের নিয়ে কেবলাজান রাতের তৃতীয় ভাগে রহমতের ফয়েজ বাতান ও মোরাকাব শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ ও আল্লাহর রহমতের নাম ধরে ডাকা শেষে ফজর নামাজ আদায় করা হয়। এরপর দোয়া করে কেবলাজান সবাইকে ছুটি দেন।

প্রতি শুক্রবার কুতুববাগ দরবার শরীফের জামে মসজিদে পীর কেবলাজানের সঙ্গে অসংখ্য মুসল্লি জুমার নামাজ আদায় করেন এবং নামাজ শেষে পীর কেবলাজান মহামূল্যবান নহিত-বাণী ও সাক্ষাৎ দেন।

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়

+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

+M Ambulance Service

ICU, CCU, NICU & PICU

লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী ফ্রিজিংসহ সকল প্রকার গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়।

বি:দ্র: জরুরীভিত্তিতে রোগীদের জন্য এসি, নন-এসি, অক্সিজেন, আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ এবং পিআইসিইউ গাড়ির ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
www.ambulancem.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masiaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.